শক্তি সম্পর্কে মীমাংসক ও নৈয়ায়িক মত

আমরা পূর্বেই জানি পদসমষ্টিকে অন্নংভট্ট বাক্য বলেছেন। যা শক্তিযুক্ত তাই হল পদ। আর পদ ও পদার্থের সংকেতরূপ সম্বন্ধই শক্তি। কোন বিশেষ পদ শুনলে আমরা কোন বিশেষ পদার্থকে বুঝে থাকি। এখন প্রশ্ন হল সংকেতরূপ শক্তি কোন পদার্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত। যেমন গরু, ঘোড়া, ঘট, পট ইত্যাদি পদ শোনার পর কোন অর্থের বোধ জন্মায় অর্থাৎ পদ কোন পদার্থকে বোঝায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিকগণ একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত চার ধরনের পক্ষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পক্ষ বলেন, পদের দ্বারা ব্যক্তি বুঝতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, পদের দ্বারা আকৃতিকে বুঝতে হবে। তৃতীয় পক্ষের মতে, পদের দ্বারা জাতি বোধিত হয়। আর সর্বশেষ চতুর্থ পক্ষ বলেন, পদের দ্বারা জাতি-আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝতে হবে।

আমরা এখানে মীমাংসক ও ন্যায়মত আলোচনা করব। মীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী ও নৈয়ায়িকগণ জাতি-আকৃতিবিশিষ্ট-ব্যক্তিশক্তিবাদী। মীমাংসকগণ বলেন, গৌঃপদের অর্থ গোত্বজাতি। গো-ব্যক্তি বা তার আকৃতিকে গোপদার্থ বলা ঠিক নয়। গো-ব্যক্তিকে গৌঃপদের অর্থ বললে অর্থাৎ গো-ব্যক্তিতে গোশব্দের শক্তি স্বীকার করলে অনন্ত শক্তি স্বীকার করতে হয়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল গো-ব্যক্তির গোশব্দবাচ্যতার উপপত্তির জন্য প্রত্যেক গো-ব্যক্তিতে একটি শক্তি স্বীকার করতে হয়। আর এরজন্য অনন্ত শক্তি স্বীকারজন্য গৌরব দোষ হয়।

আবার যারা আকৃতিকে গো শব্দের অর্থ ধরেন, তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে মীমাংসকগণ বলেন, আকৃতি যদি গোশব্দের অর্থ হয়, তাহলে চিত্রস্থ গো, মৃত্তিকা নির্মিত গোকেও গোশব্দের বাচ্য বলতে হয়। কিন্তু তাতে করে গোদানাদিক্রিয়ার উপপত্তি হবে না। আর এর জন্যই গোত্বজাতিকেই গো শব্দের অর্থ বলাই সঙ্গত। মীমাংসকগণ আরও বলেন, যদিও কোন কোন স্থলে গোশব্দের গোব্যক্তি বা তার আকৃতিরূপ অর্থ হয়, তবুও গোত্বজাতিকে গোশব্দের অর্থ বললে লাঘব হয়। আর লঘবটা দোষের নয়। মীমাংসকদের এই বক্তব্যের সমর্থনে অন্নংভট্ট বলেন, 'বিশেষণতয়া জাতেঃ প্রথমম উপস্থিতত্বাৎ'। একথা বলার তাৎপর্য এই যে - গোমাত্রের অসাধারণ ধর্মই গোত্বজাতি।

এই গোত্বজাতি গোব্যক্তিকে ছেড়ে অর্থাৎ গোব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে থাকে না। গোব্যক্তিতে আকৃতিও থাকে, আবার গোত্বজাতিও থাকে। গোত্ব না থাকলে গোব্যক্তি বা তদাকৃতি মুখ্যভাবে বোধিত হয় না। সুতরাং গোব্যক্তি, তদাকৃতি ও গোত্ব এই তিনটির মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান। এদের মধ্যে কোনটিই অপর দুটিকে পরিহার করে থাকতে পারে না। আর এরজন্য সময়বিশেষে ব্যবহারনির্বাহের জন্য এই তিনটিতেই গোশব্দের প্রয়োগ হয়। যখন বলা হয় - 'গৌঃ পদা ন স্পর্ষ্টব্যা' অর্থাৎ 'গরুকে পায়ের দ্বারা স্পর্শ করো না', তখন এই গোশব্দের দ্বারা কোন গোব্যক্তি বা তার আকৃতি বোঝায় না। সকল গরু সম্বন্ধে এই প্রকার নিষেধ বুঝতে হবে। সুতরাং উক্ত বাক্যে গোশব্দের দ্বারা গোত্বজাতিরূপ গোমাত্রই বোধিত হওয়ায় স্বীকার করতে হবে যে, এক্ষেত্রে গোত্বজাতিই গোশব্দের মুখ্য অর্থ। গোত্বজাতির জ্ঞান না হলে গোমাত্রের জ্ঞান হতে পারে না। গোশব্দ যে গোব্যক্তিকে বোঝায় তার দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, গাম আনয়, গাং দদাতি ইত্যাদি বহু স্থলে গোশব্দ গোব্যক্তিকে বোঝায় বলে এখানে গোব্যক্তিই গোশব্দের মুখ্য অর্থ।

আবার চিত্র প্রভৃতিতে গোশব্দের আকৃতিরূপ অর্থে মুখ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। গোশব্দের আকৃতিবাচকতার শাস্ত্রীয় উদাহরণ হল - ‘পিষ্টকমষ্যঃ গাবঃ ক্রিয়ন্তাম’ অর্থাৎ তন্ডুল চূর্ণের পিন্ডের দ্বারা গোনোর্মাণ কর। কিন্তু তন্ডুল চূর্ণের পিন্ডের দ্বারা কখনোই গো নির্মিত হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে যে, গোশব্দ তদাকৃতিবোধক। এখানে তন্ডুলচূর্ণপিন্ডনির্মিত দ্রব্যে গরুর আকৃতি বিবক্ষিত হওয়ায় আকৃতি অর্থ মুখ্য।

এরকম অবস্থাতে মীমাংসকগণ বলেন - গোশব্দে গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকার করতে হবে। যেহেতু বিশেষণরূপে গোত্বজাতিই প্রথম উপস্থিত হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞাত হয়। ব্যক্তি কখনো জাতিরহিত হয় থাকতে পারে না। ব্যক্তিকে জানতে হলে জাতিবিশিষ্টরূপেই জানতে হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলেও গোত্বজাতিবিশিষ্টরূপেই তাকে জানতে হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে গোব্যক্তির জ্ঞানে গোত্বের জ্ঞান অপেক্ষিত হবেই। বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ হয়। গোব্যক্তির জ্ঞানে গোত্বের জ্ঞান কারণ হয়, যেহেতু গোত্বজাতি গোব্যক্তির বিশেষণ। যদি গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে কারণীভূত গোত্বের জ্ঞান কীভাবে হবে ? তাই স্বীকার করতেই হবে গোশব্দের গোত্বজাতিতেই শক্তি। গোত্বজাতিতে গোশব্দের শক্তি স্বীকার করলে সকল গোব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয়।

মীমাংসকগণ তাদের জাতিশক্তিবাদের সমর্থনে আরও বলেন যে, ব্যক্তিতে শক্তি করলে ব্যভিচার ও অনন্তশক্তি কল্পনারূপ গৌরব দোষ হয়। কোন একটি গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে অন্য গোব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান না হলেও সেই বিষয়ক শাব্দবোধ হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হবে। সকল গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে গোব্যক্তি অনন্তসংখ্যক হওয়ায় অনন্তশক্তি স্বীকার করতে হবে। আর তাতে গৌরব দোষ হবে। সুতরাং গোত্বজাতিতেই গোশব্দের শক্তি স্বীকারই যুক্তিসঙ্গত হবে।

অন্নংভট্ট জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের মত খন্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, ‘গাম আনয়’ ইত্যাদি স্থলে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা সর্বত্র আনয়নাদিক্রিয়া গোব্যক্তিতেই সম্ভব হয় বলে গোত্বজাতিবিশিষ্ট গোব্যক্তিতেই গোশব্দের শক্তি স্বীকার করতে হবে। প্রকৃতকথা এই যে - গোশব্দের দ্বারা গোব্যক্তি ও তার আকৃতি না বুঝে কেবল গোত্বজাতিকে কেউ বোঝে না। গোত্বজাতিবিষয়ক শাব্দবোধে গোব্যক্তি ও তার আকৃতির অপেক্ষা থাকে। এইজন্য গোত্বজাতিকেই গোশব্দের অর্থ বলা উচিত হয় না। ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটির মধ্যে কোন একটি পদার্থ হতে পারে না। ঐ তিনটিকে পদার্থ বলে স্বীকার করতে হবে। গোব্যক্তি, তার আকৃতি ও গোত্বজাতি এই তিনটিই গোপদার্থ। একটি সংকেতের দ্বারা গোশব্দ ঐ তিনটিকে বোঝায়। একটিকে শব্দের মুখ্যার্থ বলে অপরটির ভানের জন্য আক্ষেপ বা অনুমান স্বীকারের প্রয়োজন হয় না।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় আরও বলেন, ‘গরু পদের শক্তির দ্বারা কেবল গোত্বজাতি বোধিত হয় না। কারণ আনয়নাদি ক্রিয়া সর্বদা গোব্যক্তিতেই সম্ভব। বৃদ্ধ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির উচ্চারিত ‘গরুটি আনয়ন কর’ এই বাক্যে ‘গরু’ পদের অর্থ গোত্ব জাতি বললে বাক্যটির অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ গোত্বজাতিকে আনয়ন করা সম্ভব নয়। আনয়ানাদি ক্রিয়া সর্বদা গোব্যক্তিতেই সম্ভব হয়। আবার ‘গরুটি জন্মেছে’, ‘গরুটি মৃত’ - এই সকল বাক্যে ‘গরু’ পদের অর্থ গোত্ব জাতি হলে বাক্যগুলির অর্থ উপপন্ন হবে না। কারণ গোত্বজাতি নিত্য বলে তার জন্ম, মৃত্যু সম্ভব নয়। সুতরাং গোত্ব জাতি নয়, গোত্বজাতিবিশিষ্ট গো ব্যক্তি’ই ‘গরু’ পদের অর্থ এটি স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ